স্বাধীনতা

মমতা চৌধুরী

স্বাধীনতা, তুমি এসেছিলে
বাঙ্গালীর পরিচয়ের স্বীকৃতির বার্তা বয়ে বিশ্বের দরবারে,
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয়ে
নিপিড়ন আর শোষনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে
অনন্ত সবুজের লাল বুকে সোনালি মানচিত্রের ছবি একেঁ।

কোটি বাঙ্গালীর কন্ঠ হয়ে ধ্বনিত হয়েছিলে একটি বজ্রকন্ঠ,
স্বাধীনতা, তোমায় প্রতিষ্ঠার অযুত সাধনায়।
সেই প্রেরনায় দিকে দিকে ধ্বনিত হলো
শাসনের কারাগার ভেঙ্গে, মুক্তির বন্যায়
নিবেদিল শত সহস্র প্রাণ বিজয়ের বাসনায়।

রক্তস্নানে শুদ্ধ হয়ে, স্বাধীনতা, তুমি এলে
বিজয় লক্ষ্মীর দৃপ্ত পদভরে,
সন্তান বিসর্জনের ব্যথা বুকে লয়ে
গরবিনী মাতা বরন করে নেয় তোমায় হৃদয়ের বেদীমূলে,
জয়তিলক পরিয়ে তোমার প্রশান্ত ললাটে।

স্বাধীনতা, তুমিত তেমনি আছ আজও
দেবীর মহিমায় অমল কোমল ধূপছায়ায়,
তবে কেন এ অশ্রুবিন্দু
মোর দেশ মাতৃকার দু'আখির পাতায়
দুঃখের হোমানলে জ্বলে উঠে এই স্মরণবেলায়!

কোথা আজ সেই শিল্পীরা সব যারা দিয়েছিল রূপরেখা তব?
কোথায় বা লুকিয়েছে তোমার দামাল ছেলের দল!
ও কারা আবার লুকানো হিংস্রনখরের আঘাতে
বিদীর্ন করতে চায় এ মৃত্তিকা তোমার,
আঁধারের অবগুন্ঠনে প্রগতির পথ রুধে॥

স্বাধীনতা, তুমি শিখা অনির্বান হয়ে
জেগে উঠ মননের মনিকোঠায় অনন্ত প্রহরে,
আবার দিশা দাও আজ
এই দিকভ্রান্ত জাতীকে, তব প্রতয়ের মন্ত্রে,
স্বাধীনতা, তুমি আবার বেজে উঠ প্রতি ধমনির তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে।

২৫শে মার্চ, ২০০৬